দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 29 OCT 2017
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...২...

পাবিপ্রবিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারী সংঘর্ষ

আহত ১৫, ডিনের প্রত্যাহার দাবিতে ধর্মঘট আহ্বান

■ পাবনা প্রতিনিধি

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (পাবিপ্রবি) শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনায় গতকাল শনিবার সকালে দফায় দফায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাথে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, সংঘর্ষ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় উভয়পক্ষের কমপক্ষে ১৫ জন আহত হয়েছেন। আহতরা পাবনা জেনারেল হাসপাতালসহ বিভিন্ন ক্লিনিকে চিকিৎসা নেন। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজেন্ট বোর্ড ও সামাজিক অনুষদ বিভাগের ডিন পদ থেকে ড. আব্দুল আলীমকে অপসারণ না করা পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে কর্মকর্তা-কর্মচারী সমিতি।

প্রত্যক্ষদর্শী, পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, শুক্রবার ছিল পাবিপ্রবির প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষা। পরীক্ষার ডিউটির সময়ে পাবিপ্রবির সামাজিক অনুষদের ডিন ও বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান

পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

Asiatic JWT/Lux/2017

পাবিপ্রবিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ড. এম আব্দুল আলীমের সাথে গেটের নিরাপত্তাকর্মীদের বাকবিতণ্ডা হয়। এরই এক পর্যায়ে নিরাপত্তা কর্মীরা সংঘবদ্ধ হয়ে ওইদিন সন্ধ্যায় ক্যাম্পাসে ড. আলীমের উপর হামলা চালিয়ে তাকে মারপিট করে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে মারপিট ও লাঞ্ছিতের খবর ওই রাতেই জানতে পেরে গতকাল সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ক্যাম্পাসের প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নেয়। এ সময় কয়েকজন শিক্ষকও শিক্ষার্থীদের পাশে অবস্থান নেন। এ খবর পেয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা লাঠিসোঁঠা নিয়ে অবস্থানকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উপর হামলা চালায়। এ সময় উভয় গ্রুপ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনায় উভয়পক্ষের নারী কর্মচারী, শিক্ষার্থীসহ কমপক্ষে ১৫ জন আহত হয়। সংঘর্ষের সময় ক্যাম্পাসে রাখা বেশকিছু মোটর সাইকেল ভাঙচুর করা হয়।

এ ব্যাপারে সেকশন অফিসার রফিকুল ইসলাম বলেন, বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান ড. আব্দুল আলীমের নেতৃত্বে একদল শিক্ষার্থী লাঠিসোঁটা নিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপর হামলা চালায়। এ সময় কয়েক রাউন্ড গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে বলে তিনি দাবি করেন।

এদিকে আহতাবস্থায় হাসপাতালের সামনে বাংলা বিভাগের মাস্টার্স শেষ পর্বের শিক্ষার্থী শামীম হোসেন বলেন, ফেসবুকের মাধ্যমে জানতে পেরে বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে নিয়ে প্রতিবাদ জানাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনের সামনে অবস্থান নিয়েছিলাম; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা কর্মীরা পূর্বপরিকল্পিতভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে আমাদের উপর হামলা চালায়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তা দাবি করেন, ড. আলীম দীর্ঘদিন ধরেই কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে আপত্তিকর আচরণের পাশাপাশি অশালীন ভাষা ব্যবহার করে আসছেন। শিক্ষার্থীরা তার পক্ষ নিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপর হামলা চালাতে এসেছিল। এ প্রসঙ্গে ড. এম আব্দুল আলীম বলেন, তাকে জড়িয়ে যে বক্তব্য দেওয়া হয়েছে তা ভিত্তিহীন। এ ঘটনার সাথে তার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই।

এদিকে পাবিপ্রবির কর্মকর্তা সমিতির সভাপতি জি এম শামসদ ফখরুল ও কর্মচারী সমিতির সভাপতি জামসেদ হোসেন পলাশ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজেন্ট বোর্ড ও সামাজিক অনুষদ বিভাগের ডিন পদ থেকে আলীমকে অপসারণ না করা পর্যন্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটে যাবেন। পাবনার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গৌতম কুমার বিশ্বাস জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ পাঠিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

পরীক্ষায় জালিয়াতির ঘটনা আটক ৮ জন

এদিকে, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমবর্ষে ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি চক্রের ৮ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার বিকালে তাদের আটক করা হয়। পরে সন্ধ্যায় তাদের ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করা হয়েছে।